৪৬তম বিসিএস (লিখিত) পরীক্ষা

আন্দিজ

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

বিষয় কোড : ০০৭

নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান-১০০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১. সংক্ষিপ্ত ধারণা (Short Conceptual Notes) ১০×৪=৪০

ক. 'আন্তর্জাতিক' ও 'বৈশ্বিক' ধারণার মধ্যে পার্থক্য কী? ২ × ১ = ২

খ. 'গ্লোকাল' বলতে কী বোঝায়? ২ × ১ = ২

গ. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন এবং অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে কী বোঝায়?

ঘ. 'ট্রুমান মতবাদ (১৯৭৪)' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

ঙ. Ethnic Cleansing (নৃতাত্ত্বিক বিশোধন) বলতে আপনি কী বোঝেন? Algorithm (অ্যালগরিদম) এ বিষয়ের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত বলে আপনি মনে করেন?

চ. জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশে প্রধানত কী ধরনের প্রভাব/অভিঘাত (Impacts) পড়েছে?

ছ. নেগোসিয়েশন (Negotiation) প্রক্রিয়ায় কোনো পক্ষের 'Position' (অবস্থান) ও 'Interest' (আগ্রহ)-এর কারণ বলতে কী বোঝায়? প্রতিপক্ষের 'Positon' এবং Interest শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২ × ২ = ৪

জ. 'ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল এবং অবাধ ও মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক' এর মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী?

ঝ. জাতীয় স্বার্থ ও শক্তিসাম্য বলতে কী বোঝায়?

ঞ. 'অধিক মুদ্রা ছাপানো হলে কখনো কখনো মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে; কিন্তু সবসময় নয়। আধুনিক মুদ্রানীতির আলোকে এবং পূর্ণ সক্ষমতায় তা কার্যকর নয়– এমন একটি অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

ট. রামিফিকেশন তত্ত্ব ও স্পিল ওভার ক্রিয়া যা ইউরোপের একাঙ্গীকরণের পিছনে ছিল, তা বলতে কী বোঝায়?

২. Analytical Questions ৩ × ১৫ = ৪৫

যথাযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ও উদাহরণ ব্যবহার করে নিম্নবর্ণিত বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্নসমূহের উত্তর লিপিবদ্ধ করুন।

ক. যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচিত হওয়ার মূল কারণসমূহ চিহ্নিত করুন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য সম্পর্কে এর কী প্রভাব পড়তে পারে?

খ. ২০২৫ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ (Challenge) কী হতে পারে? আঞ্চলিক রাজনীতিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন হলে সেটি বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত ভাবে লাভজনক হবে বলে মনে করেন?

গ. বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ কীভাবে উপকৃত হতে পারে? সেক্ষেত্রে এ সকল দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতি ও পররাষ্ট্রনীতি কীভাবে সাজানো প্রয়োজন?

৩. **Problem Solving Question** ১ × ১৫ = ১৫

এমন একটি পরিস্থিতি কল্পনা করুন, যেখানে বহির্বিশ্বের কারো অধিকারে আপনার দেশের প্রতিটি নাগরিকের সামগ্রিক তথ্য রয়েছে। সকল প্রকার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, আর্থিক তথ্যাদি, ব্যক্তির অবকাশ যাপন ও শখ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে হতো। নিজস্ব তথ্যের ওপর ব্যক্তির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, যার ফলে মানুষের জীবন এখন সহজতর, আরো উপভোগ্য এবং অন্য মানুষের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে মানুষ এখন আরো দীর্ঘ জীবনযাপন করতে পারছে। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে–

ক. আপনি কি একটি মুক্ত, স্বাধীন দেশে নাকি একটি উপাত্ত উপনিবেশে (Data Colony) বসবাস করছেন?

খ. জীবনের কিছু সুবিধার বিনিময়ে নিজেকে এক অপরিচিত বুদ্ধিমত্তার অধীনে ভাবতে আপনার কেমন বোধ হতে পারে?

গ. উপাত্ত বুদ্ধিমত্তার যুগে ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এ চ্যালেঞ্জ/দ্বন্দ্ব মোকাবিলার উপায় কী?

ঘ. উপাত্ত-উপনিবেশে (Data Colony) পরিণত হওয়ার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণত কী হতে পারে?

আপনার নিজস্ব যুক্তি ও চিন্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।